চিরায়ত বই

১০

দিবারাত্রির কাব্য

দিবারাত্রির কাব্য

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

দিবারাত্রির কাব্য

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশকাল
কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০২৩

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সব্যসাচী হাজরা

নান্দীমুখ
শেখ মোহাম্মদ সালেহ্ রাব্বী

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য: ২৫০ টাকা

Dibaratrir Kabya a novel by Manik Bandyopadhyay Published by
Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205
Kobi Prokashani First Edition: July 2023
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 250 Taka RS: 250 US$ 10
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-96735-7-6

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

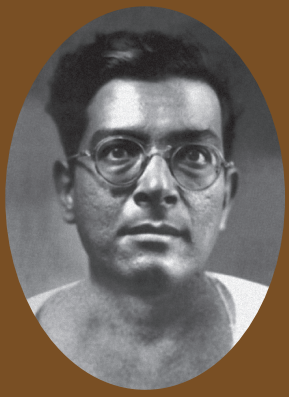

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ১৯ মে বিহারের সাঁওতাল পরগনা, বর্তমান ঝাড়খণ্ড রাজ্যের দুমকা শহরে। তাঁর পৈতৃক বাড়ি ঢাকার বিক্রমপুরের বর্তমান লৌহজংয়ে। তিনি ছিলেন একজন ভারতীয় বাঙালি কথাসাহিত্যিক। তার প্রকৃত নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবী জুড়ে মানবিক মূল্যবোধের চরম সংকটময় মুহূর্তে বাংলা কথাসাহিত্যে যে কয়েকজন লেখকের হাতে সাহিত্যজগতে নতুন এক বৈপ্লবিক ধারা সূচিত হয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর রচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল মধ্যবিত্ত সমাজের কৃত্রিমতা, শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম, নিয়তিবাদ ইত্যাদি। ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ ও মার্কসীয় শ্রেণিসংগ্রাম তত্ত্ব দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন যা তাঁর রচনায় ফুটে উঠেছে।

জীবনের অতি ক্ষুদ্র পরিসরে তিনি রচনা করেন চল্লিশটি উপন্যাস ও তিনশ ছোটগল্প। তাঁর রচিত *পুতুলনাচের ইতিকথা*, *দিবারাত্রির কাব্য*, *পদ্মানদীর মাঝি* ইত্যাদি উপন্যাস ও *অতসীমামী*, *প্রাগৈতিহাসিক*, *ছোটবকুলপুরের যাত্রী* ইত্যাদি গল্পসংকলন বাংলাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে বিবেচিত হয়। ইংরেজি ছাড়াও তাঁর রচনাসমূহ বহু বিদেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

দাম্পত্যসঙ্গী : কমলা দেবী। মৃত্যু : ৩ ডিসেম্বর ১৯৫৬ সালে।

প্রথম ভাগ : দিনের কবিতা

প্রাতে বন্ধু এসেছে পথিক,
পিঙ্গল সাহারা হতে করিয়া চয়ন
শুষ্ক জীর্ণ তৃণ একগাছি।
ক্ষতবুক তৃষার প্রতীক
রাতের কাজল-লোভী কাতর নয়ন,
ওষ্ঠপুটে মৃত মৌমাছি।

স্নিগ্ধ ছায়া ফেলে সে দাঁড়ায়,
আমারে পোড়ায় তবু উত্তপ্ত নিশ্বাস
গৃহাঙ্গনে মরীচিকা আনে।
বক্ষ রিক্ত তার মমতায়,
এ জীবনে জীবনের এলো না আভাস
বিবর্ণ বিশীর্ণ মরুতৃণে।

সকাল সাতটার সময় রূপাইকুড়ার থানার সামনে হেরম্বের গাড়ি দাঁড়াল।

বিস্না পর্যন্ত মোটরে আসতে তার বিশেষ কষ্ট হয় নি। কিন্তু রাত বারটা থেকে এখন পর্যন্ত গরুর গাড়ির ঝাঁকানিতে সর্বাঙ্গ ব্যথা ধরে গেছে। গাড়ি থেকে নেমে শরীরটাকে টান করে দাঁড়িয়ে হেরম্ব আরাম বোধ করল। এক টিপ নস্য নিয়ে সে চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

পুব আর পশ্চিমে কেবল প্রান্তর আর দিগন্ত। মাঝে মাঝে দু-একটি গ্রামের সবুজ চাপড়া বসানো আছে, বৈচিত্র্য শুধু এই। উত্তরে কেবল পাহাড়। একটি-দুটি নয়, ধোঁয়ার নৈবেদ্যের মতো অজস্র পাহাড় গায়ে গায়ে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে—অতিক্রম করে যাওয়ার সাধ্য চোখের নেই, আকাশের সঙ্গে এমনি নিবিড় মিতালি। দক্ষিণে প্রায় আধমাইল তফাতে একটি গ্রামের ঘনসন্নিবিষ্ট গাছপালা ও কতকগুলি মাটির ঘর চোখে পড়ে। অনুমান হয় যে, ওটিই রূপাইকুড়া গ্রাম। গ্রামটির ঠিক উপরে আকাশে এখন রূপার ছড়াছড়ি। তবে সেগুলি আসল রূপা নয়, মেঘ।

গাড়ি দাঁড়াতে দেখে থানার জমাদার মতিলাল বেরিয়ে এসেছিল। হেরম্বকে সে-ই সসম্মানে অভ্যর্থনা করল।

একটু অর্থহীন নিরীহ হাসি হেসে বলল, 'আজ্ঞে না, বাবু নেই। বরকাপাশিতে কাল একটা খুন হয়েছে, ভোর ভোর ঘোড়ায় চেপে বাবু তার তদারকে গেছেন। ওবেলা ফিরবেন—ঘরে গিয়ে আপনি বসুন, আমি জিনিসপত্র নামিয়ে নিচ্ছি। এ কিষণ! কিষণ! ইধার আও তো।'

আপিস ও সিপাহিদের ছোট ব্যারাকটির মধ্যে গম্ভীর ললিত্যহীন থানার বাগান। বাগানের শেষপ্রান্তে দারোগাবাবুর কোয়ার্টার। চুনকাম-করা কাঁচা ইটের দেয়াল, তলার দিকটা মেঝে থেকে তিন হাত উঁচু পর্যন্ত আলকাতরা মাখানো। চাল শণের। এ বছর বর্ষা নামার আগেই চালের শণ সমস্ত বদলে ফেলায় সকালবেলার আলোতে বাড়িটিকে ঝকঝকে দেখাচ্ছে। বাড়ির সামনে চওড়া বারান্দা।

ভিতরে যাবার দরজা পর্দা ফাঁক করে একটি সুন্দর মুখ উঁকি দিচ্ছিল। হেরম্ব বারান্দার সামনে এগিয়ে আসতে খসে-পড়া ঘোমটাটি মাথায় তুলে দেবার প্রয়োজনে মুখখানা এক মুহূর্তের জন্য আড়ালে চলে গেল।

তারপর পর্দা সরিয়ে আস্ত মানুষটাই বেরিয়ে এলো বারান্দায়।

আগ্রহ ও উত্তেজনা সংযত রেখে সহজভাবেই বলল, 'আসুন, রাস্তায় কষ্ট হয় নি?'

'হয়েছিল। এই মুহূর্তে সব ভুলে গেলাম সুপ্রিয়া।'

'আমায় দেখেই?' কোমল হাসিতে সুপ্রিয়ার মুখ ভরে গেল, 'বিশ্বাস করা একটু শক্ত ঠেকছে। যে রাস্তা আর যে গাড়ি, আসবার সময় আমি শুধু কাঁদতে বাকি রেখেছিলাম। পাঁচ বছর যার খোঁজখবর নেওয়া দরকার মনে করেন নি, তাকে দেখে অত কষ্ট কেউ ভুলতে পারে?'

'আমি পারি। কষ্ট হলে যদি সহজে অবহেলাই করতে না পারব, পাঁচ বছর তবে তার খোঁজখবর নিলাম না কেন?'

'কত সংক্ষেপে কত বড় কৈফিয়ত! মেনে নিলাম ভাববেন না কিন্তু। আপনার সঙ্গে আমার ঢের ঝগড়া আছে। বাইরে দাঁড়িয়ে আর কথা নয়। ভেতরে চলুন। জামা খুলে গা উদলা করে দিন, পাখা নেড়ে আমি একটু হাত ব্যথা করি। স্নান করবেন তো? আপনার জন্যে এক টব জল তুলে রেখেছি। ইঁদারা থেকে তোলা কিনা, বেশ ঠাণ্ডা জল। স্নান করে আরাম পাবেন।'

সুপ্রিয়ার কথা বলার ভঙ্গিটি মনোরম। সকালবেলাই এখন একশ চার ডিগ্রি গরমে মানুষ সন্তপ্ত হয়ে আছে। কিন্তু সুপ্রিয়ার যেন একটি দার্জিলিঙের আবহাওয়ার আবেষ্টনী আছে। এত গরমেও তার কথার মাধুর্যের এককণা বাষ্প হয়ে উড়ে যায় নি, তার কণ্ঠে শ্রান্তির আভাস দেখা দেয় নি। তার ইঁদারার জলের মতোই সেও যেন জুড়িয়ে আছে।

বাইরের ঘরের ভিতর দিয়ে অন্দরের বারান্দা হয়ে হেরম্বকে সে একেবারে তার শোবার ঘরে নিয়ে গেল। যেতে যেতে হেরম্ব লক্ষ করে দেখল, চারিদিকে একটা অতিরিক্ত ঘষামাজা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ভাব। ঘর ও রোয়াকে ধোয়া মেঝে সবে শুকিয়ে উঠেছে, সাদাকালো দেয়ালে কোথাও একটু দাগ পর্যন্ত নেই। জলের বালতি, ঘটি-বাটি, বসবার আসন প্রভৃতি টুকিটাকি জিনিসগুলি পর্যন্ত কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে স্বস্থানে অবস্থান করছে। স্থানভ্রষ্ট একটি চামচও বোধহয় এ বাড়ির কোথাও আবিষ্কার করা যাবে না।

ঘরে ঢুকে সুপ্রিয়া বলল, 'ওই ইজিচেয়ারটাতে বসে সবচেয়ে আরাম হয়। জামা খুলে কাত হয়ে এলিয়ে পড়ুন। ছারপোকা নেই, কামড়াবে না।'

হেরম্ব জামা খুলে ইজিচেয়ারটাতে বসল। এলিয়ে পড়ার দরকার বোধ করল না।

'আমার আরামের আর কী ব্যবস্থা রেখেছিস বল তো?'

সুপ্রিয়া সত্য সত্যই পাখা নিয়ে তাকে বাতাস করা শুরু করে বলল, 'আরামের ব্যবস্থার কথা আর বলবেন না, হেরম্ববাবু। বিশ মাইলের মধ্যে চা'টি পর্যন্ত কিনতে পাওয়া যায় না, এমন বুনো দেশ। যে ক'দিন থাকবেন, আপনাকে কষ্ট করেই থাকতে হবে।'—সে একটু হাসল—'তবে কষ্ট আপনি সহজেই অবহেলা করতে পারেন, এই যা ভরসার কথা। নইলে মুশকিলে পড়তাম।'

সুপ্রিয়ার এ ঘর সাজানো, ছবির মতো সাজানো। বিছানার ধবধবে চাদরে কোথাও একটি কুঞ্চন নেই, বালিশগুলি নিটোল। দেয়ালের গায়ে পেরেকের শেষ গর্তটি চুনের তলে অদৃশ্য হয়েছে। এদিকে টেবিলে সুপ্রিয়া ও তার স্বামীর প্রসাধন-সামগ্রীগুলির একটি কোনোদিনই হয়তো আর একটির গায়ে ঠেকে যাবে না, সেলাইয়ের কলের ঢাকনিটি চিরদিন এমনি ধূলিহীন হয়েই থাকবে। প্রতিদিন সুপ্রিয়া কতক্ষণ ঘর সাফ করে আর গোছায় হেরম্ব কল্পনা করে উঠতে পারছিল না।

সুপ্রিয়ার পাখার বাতাসে স্নিগ্ধ হতে হতেও সে একটু অস্বস্তি বোধ করছিল।

এক সময় একটু আচমকাই সে জিজ্ঞাসা করে বসল, 'দোকানের মতো ঘর সাজিয়েছিস কেন?'

'দোকানের মতো!'

'দোকানের মতো না হোক, বাড়াবাড়ি আছে একটু। তোর ভালো লাগে?'

'কী জানি।'

'কী জানি! ভালো লাগে কি না জানিস নে কী রকম?'

'অত বুঝি নে। মুদ্রাদোষের মতো হয়ে গেছে। না করেই-বা কী করি বলুন। সারাদিন একটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে তো মানুষের? একটা ছেলে দিয়ে ভগবান আবার কেড়ে নিলেন। বই-টই পড়তে আমার ভালো লাগে না। এই সবই করি।' কিন্তু—সুপ্রিয়ার কথা বলার মধুর ভঙ্গি ফিরে এলো, 'আমার কথা কেন? আগে বলুন আপনার মা কেমন আছেন?'

'মা আশ্বিন মাসে স্বর্গে গেছেন।'

সুপ্রিয়া চমকে বলল, 'কী সর্বনাশ!' তার দুচোখ সজল হয়ে উঠল।

হেরম্ব বলল, 'মরবার আগে মা তোর কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন।'

সুপ্রিয়ার পাখা থেমে গিয়েছিল। আবার সেটা নাড়তে আরম্ভ করে বলল, 'আমাকে বড় ভালোবাসতেন। আপনাকে হেরম্ববাবু বলার জন্য সকলের কাছে গাল খেয়েছি, তিনি শুধু বলতেন, পাগলী মেয়ে।'

হেরম্ব বলল, 'তখন তুই পাগলীই ছিলি সুপ্রিয়া।'

সুপ্রিয়া চিন্তামগ্ন হয়ে পড়েছিল, জবাব দিল না।

সুপ্রিয়া ভারি গৃহস্থ মেয়ে।

গোয়ালা আজ কী কারণে এত বেলাতেও আসে নি। সুপ্রিয়া নিজেই দুরন্ত গরুর বাঁট টেনে হেরম্বের চায়ের দুধ বার করল। উঠানের একপাশে দরমার বেড়ায় ঘেরা স্নানের জায়গা। হেরম্ব সেখানে স্নান করছিল। এই সময় বাইরে এসে তার দুধ দোয়া দেখে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সুপ্রিয়া বলল, 'বলক তোলা টাটকা দুধ খাবেন একটু? ভারি উপকারী। উনি রোজ খান। দুইব বেশি করে?'

হেরম্ব বলল, 'বলক তোলা দুধ শিশুতে খায়। অশোক বাড়ি ফিরলে তাকে খাওয়াস। এ কাজটা শিখলি কবে?'

'এ আবার শিখতে হয় নাকি!'

'হয়। কারণ, শিখি নি বলে আমি পারব না।'

সুপ্রিয়া হেসে বলল, 'পারবেন। দুধ দেবার জন্যে ভোর থেকে গরু আমার হামলাচ্ছে, বাঁটে হাত দিলে দুধ ঝরবে। তবে আপনাকে কাছেই ঘেঁষতে দেবে কি না সন্দেহ—গুঁতোবে হয়তো।'

'কাছে গেলে তো! চাউনি দেখে ভালো বোধ হচ্ছে না।'

'বড় দুরন্ত। দুবেলা দড়ি ছিঁড়বে, ধরতে গেলে শিং নেড়ে তেড়ে আসবে। কত মোটা শেকল দিয়ে বাঁধতে হয়েছে দেখছেন না? আমি খেতে দিই বলে আমায় কিছু বলে না।'

সুপ্রিয়া সস্নেহে তার গরুর গলা চুলকে দিল। বলল, 'ঘরেই আয়না চিরুনি আছে।'

গরুর সামনে কয়েক আঁটি খড় ফেলে দিয়ে সে রান্নাঘরে চলে গেল। কাল রাত্রে ছানা কেটেছিল, তাই দিয়ে তৈরি করল সন্দেশ, সন্দেশ ভালো হলো না বলে তার যে কী দঃখ!

হেরম্বকে খেতে দিয়ে বলল, 'আপনি খাবেন কি না, তাই আজ শত্রুতা করেছে।'

হেরম্ব সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'আহা হোক না, খাব বই তো নয়।'

'খাবার জন্যই তো খাবার, কিন্তু তাই বলে যা তা দেওয়া যায়! মিহি না হলে সে আবার সন্দেশ! কাল রাত্রে, পড়লাম ফিট হয়ে, নইলে রাত্রেই করে রাখতাম। সারা রাত ফেলে রেখে সে ছানায় কি সন্দেশ হয়?'

হেরম্ব খাওয়া বন্ধ করে বলল, 'তোর না ফিট সেরে গিয়েছিল?'

'গিয়ে তো ছিল, এ বছর আবার হচ্ছে। কাল নিয়ে দুবার হলো। রান্নাঘরে ছানা ডলছি, হঠাৎ মাথার মধ্যে এমনি ঝিমঝিম করে উঠল! তারপর আর কিছু মনে নেই। জ্ঞান হতে দেখি পাঁড়ে আর দাই গায়ে বালতি বালতি জল ঢালছে, রান্নাঘর ভেসে একেবারে পুকুর!'

'চা আনি।' হেরম্বকে কথা বলার অবকাশ না দিয়ে সুপ্রিয়া রান্নাঘরে চলে গেল।

চা এনে সে অন্য কথা পাড়ল।

'রাঁচিতে ক'দিন ছিলেন?'

'চারদিন।'

'এখানে কতদিন থাকবেন?'

'একদিন।'

সুপ্রিয়া ভ্রু কুঁচকে বলল, 'রক্ষে পেলেম। গেলেই বাঁচি।'

চায়ে চুমুক দিয়ে বাঁ হাতের তালুতে চিবুক ঘষে হেরম্ব বলল, 'আমাকে তুই ক'দিন রাখতে চাস?'

'দিন? বছর বলুন!'

এ কথা হেসে উড়িয়ে দেবার উপায় নেই। সুপ্রিয়া আকস্মিকতা পছন্দ করে না। ওর হিসাবে দিন নেই, মাস নেই, বছর দিয়ে ও জীবনকে ভাগ করেছে। ওর প্রকৃতির কল্পনাতীত সহিষ্ণুতা হেরম্বের অজানা নয়।

তবু তাকে বলতে হলো, 'বছর নয়, মাস নয়, সপ্তাহও নয়। একদিন। শুধু আজ।'

সুপ্রিয়া কথাটা বিশ্বাস করতে পারল না।

'ওবেলাই চলে যাবেন?'

'না, কাল সকালে।'

অনেকক্ষণ নীরব থেকে সুপ্রিয়া বলল, 'একদিন থাকবার জন্য এমন করে আপনার আসার দরকার কী ছিল? পাঁচ বছর খোঁজ নেন নি, আরও পাঁচ বছর নয় না নিতেন।'

চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে কাপড়ে মুখ মুছে হেরম্ব বলল, 'তাতে লাভ কী হতো রে?'

সুপ্রিয়া পলকহীন চোখে চেয়ে থেকে বলল, 'আপনি বাড়িতে এলে বাইরের ঘরে বসিয়ে এক কাপ চা আর একটু সুজি পাঠিয়ে দিতাম। মনে মনে বলতাম, আপদ বিদেয় হলেই বাঁচি।'

হেরম্ব একটু হেসে বলল, 'আচ্ছা, এবার দশ বছর পর আসব। মনে তোর ক্ষোভ রাখব না, সুপ্রিয়া।'

সুপ্রিয়া আস্তে আস্তে বলল, 'আপনি তা পারেন। ছেলেমানুষ পেয়ে ভুলিয়ে-ভালিয়ে আমায় যখন বিয়ে দিয়েছিলেন, তখনি জেনেছিলাম আপনার অসাধ্য কর্ম নেই।'

হেরম্ব প্রতিবাদ করে বলল, 'আমি তোর বিয়ে দিই নি সুপ্রিয়া, তোর বাবা দিয়েছিলেন। হ্যাঁ রে, বিয়ের সময় তোকে একটা উপহারও বোধহয় আমি দিই নি। দিয়েছিলাম?'

সুপ্রিয়া শেষ কথাটা কানে তুলল না। বলল, 'বাবা বিয়ে দিয়েছিলেন বইকি। আমাকে ভজিয়ে ভজিয়ে রাজি করিয়েছিল কে? কার মুখের বড় বড় ভবিষ্যদ্বাণী শুনে আমি ভেসে গিয়েছিলাম? কী সব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কথা! কত কথার মানে বুঝি নি। তবু শুনে গা শিউরে উঠেছিল! আচ্ছা, সে সব কথা অভিধানে আছে?'

জবাব দিতে হেরম্বকে একটু ভাবতে হলো। সুপ্রিয়ার ঝগড়া করার ইচ্ছা নেই এটা সে টের পেয়েছিল। কিন্তু তার অনেক দিনের জমানো নালিশ, কলহ না করলেও নালিশগুলি ও জানিয়ে রাখবে। না জানিয়ে ওর উপায় নেই। মনের নেপথ্যে এত অভিযোগ পুষে রাখলে মানসিক সুস্থতা

কারও বজায় থাকে না। এখনকার মতো কথাগুলি স্থগিত রাখলেও সুপ্রিয়ার চলবে না। সে কাল চলে যাবে, দু-চার বছরের মধ্যে তার সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনায় সুপ্রিয়া বিশ্বাস করে না। যা বলার আছে এখুনি সব বলে দিয়ে বাকি দিনটুকু নিশ্চিন্ত মনে অতিথির পরিচর্যা করবার সুযোগটাও সে বুঝি সৃষ্টি করে নিতে চায়। তার সংক্ষিপ্ত উপস্থিতির সময়টুকুর মধ্যে অন্যমনস্ক হয়ে পড়বার কারণটা সে গোড়াতেই বিনষ্ট করে দিতে চায়।

চোখের জলের মধ্যে সুপ্রিয়ার বক্তব্য শেষ হবে কি না ভেবে হেরম্ব মনে মনে একটু ভীত হয়ে পড়েছিল।

'তোর ভালোর জন্য যতটুকু বলার দরকার তার বেশি আমি কিছুই বলি নি, সুপ্রিয়া।'

'না বললে আমার মন্দটা কী হতো? স্কুলে পড়ছিলাম, লেখাপড়া শিখে চাকরি করে স্বাধীনভাবে জীবন কাটাতাম। আপনি আমাকে তা করতে দেন নি কেন?'

হেরম্ব মাথা নেড়ে বলল, 'তোর সহ্য হতো না, সুপ্রিয়া।'

সুপ্রিয়া তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'কেন হতো না? পাঁচ বছর এই বুনো দেশে পড়ে থাকা সহ্য হচ্ছে, পেট ভরাবার জন্য পরের দাসীবৃত্তি করছি, গরুবাছুরের সেবা করে আর ঘর গুছিয়ে জীবন কাটাচ্ছি—ঝিমিয়ে পড়েছি একেবারে। নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালে আমার সহ্য হতো না কেন?'

হেরম্ব বলল, 'দাসীবৃত্তি করছিস নাকি?'

সুপ্রিয়া তার সহিষ্ণুতা অক্ষুণ্ন রেখে বলল, 'ধরতে গেলে, কথাটা তাই দাঁড়ায় বইকি!'

হেরম্ব আবার মাথা নেড়ে বলল, 'না, তা দাঁড়ায় না। দাঁড়ালেও পৃথিবীসুদ্ধ সব মেয়ে হাসিমুখে যে কাজ করছে, তার বিরুদ্ধে তোর নালিশ সাজে না। চাকরি করে স্বাধীনভাবে জীবন কাটানো তুই হয়তো খুব মজার ব্যাপার মনে করিস। আসলে কিন্তু তা নয়। আর্থিক পরাধীনতা স্বীকার করবার সাহস যে মেয়ের নেই তাকে কেউ ভালোবাসে না। তাছাড়া—' এইখানে ইজিচেয়ারের দুইদিকের পাটাতনে কনুইয়ের ভর রেখে হেরম্ব সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ল, 'তাছাড়া, স্বাধীনতা তোর সইত না। কতকগুলি বিশ্রী কেলেঙ্কারি করে জীবনটা তুই মাটি করে ফেলতিস।'

সুপ্রিয়া সংক্ষেপে শুধু বলল, 'ইস্!'

'ইস্ নয়। ওই তোর প্রকৃতি। পনেরো বছর বয়সেই তুই একটু পেকে গিয়েছিলি, সুপ্রিয়া। বাইশ-তেইশ বছর বয়সে মেয়েরা সারা জীবনের একনিষ্ঠতা অর্জন করে, তোর মধ্যে সেটা পনেরো বছর বয়সে এসেছিল। তখনই তোর জীবনের দুটো পথ তুই একেবারে স্থির করে ফেলেছিলি। তার একটা হলো লেখাপড়া শিখে স্বাধীন হয়ে থাকা, আর একটা'—হেরম্বকে একটু থামতে হলো, '—অন্যটা এক অসম্ভব কল্পনা।'

সুপ্রিয়া আবার পলকহীন চোখে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করল, 'অসম্ভব কেন?'

হেরম্ব চেয়ারে কাত হয়ে এলিয়ে পড়ল।

'যা তুই, রান্নাঘর থেকে একবার ঘুরে আয় গে। ভাগ।'

হেরম্বের আদেশে নয়, আতিথ্যের প্রয়োজনেই সুপ্রিয়াকে একসময়ে রান্নাঘরে যেতে হলো। মনে তার কঠিন আঘাত লেগেছে। সংসারে থাকতে হলে সংসারের কতকগুলি নিয়ম মেনে চলতে হয়, এটা সুপ্রিয়া জানে এবং মানে। বিয়েই যখন তার করতে হলো তখন মোটা মাইনের হাকিম অথবা অধ্যাপক অথবা পয়সাওয়ালা ডাক্তারের বদলে একজন ছোট দারোগার সঙ্গে তাকে গেঁথে দেওয়া হলো কেন ভেবে তার কখনো আফসোস হয় নি? বিয়ের ব্যাপারে বাধ্য হয়ে মানুষকে যে সব হিসাব ধরতে হয় সেদিক থেকে ধরলে কোনো ছেলেমেয়েই সংসারে ঠকে না। এক বড় দারোগা যাচাই করতে এসে তাকে পছন্দ করে নি। তার নাকটা যে বোঁচা সে অপরাধও সেই বড় দারোগার নয়। একটি চোখা নাকের জন্য কষ্ট করে বড় দারোগা হয়ে তাকে বাতিল করে দেওয়াটা সুপ্রিয়া তার অন্যায় মনে করে না। তবু কিশোর বয়সের কল্পনাটি অসম্ভব কেন, সুপ্রিয়া তার কোনো সংগত কারণ আবিষ্কার করতে পারে নি।

তার হতাশ বেদনা আজও তাই ফেনিল হয়ে আছে। চেনা মানুষ, জানা মানুষ, একান্ত আপনার মানুষ। যে নিয়মে অচেনা অজানা ছোট দারোগা তার স্বামী হলো, ওই মানুষটির বেলা সে নিয়ম খাটবে কেন? ও খাটতে দেবে কেন? এ কী বিস্ময়কর অকারণ অন্যায় মানুষের! কেন, ভালোবাসা বলে সংসারে কিছু নেই নাকি? সংসারের নিয়মে এর হিসাবটা গুঁজবার ফাঁক নেই নাকি?

সুপ্রিয়া ভাবে। এত ভাবে যে বছরে তার দু-তিনবার ফিট হয়।

সুপ্রিয়াকে ডালভাত রাঁধতে হয় না, একজন পাঁড়ে সিপাহি বেগার দেয়। সুপ্রিয়া রাঁধে মাছ তরিতরকারি, রাঁধে ছানার ডালনা। গৃহকর্মকে সে সত্য সত্যই এত ভালোবেসেছে যে, মাছের ঝোলের আলু কুটতে বসেই তার মনের আঘাত মিলিয়ে আসে। ওবেলা গাঁ থেকে দুটো মুরগি আনবার মতলবটাও এ সময় সে মনে মনে স্থির করে ফেলে।

রান্নার ফাঁকে একসময় হেরম্বকে শুনিয়ে আসে, 'আর কেউ হলে রান্নাঘরে গিয়ে আমার সঙ্গে গল্প করত।—ওমা, ঘুমে যে চোখ ঢুলছে।'

'ভারি ঘুম পাচ্ছে সুপ্রিয়া। সারারাত ঘুমোই নি।'

সুপ্রিয়া বলে, 'তাই বলে, এখন এই সকালবেলা ঘুমোতে পাবেন না। সারাদিন শরীর বিশ্রী হয়ে থাকবে। আরেক কাপ চা পাঠাচ্ছি, খেয়ে চাঙ্গা হয়ে নিন, তারপর দুপুরবেলাটা পড়ে পড়ে যত ইচ্ছে ঘুমোবেন।'